গাংনীর দিগলকান্দিতে পুলিশের অভিযানে ৯ জুয়াড়ি আটক

টাকার বিনিময় তাস দ্বারা জুয়া খেলার অপরাধে ৯ জুয়াড়িকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এসময় তাদের কাছ থেকে জুয়া খেলার ১২ হাজার ৩৩৫ টাকা, এক সেট তাস জব্দ করা হয়েছে।

এরা হলেন, দিগলকান্দি গ্রামের মৃতু আব্দুল জলিলের ছেলে মুনসুর আলী (৫০), মফেজ উদ্দীনের ছেলে আব্দুস সালাম (৩০), মৃতু জালাল উদ্দীনের ছেলে আল আমিন (৪০), বিল্লাল হোসেনের ছেলে মো: জাহিদ (৩৬), গোলাম হোসেনের ছেলে তুষার ইমরান (২১), গোলাম মোস্তফার ছেলে লিখন (২৬), মৃতু খেদের আলীর ছেলে আশরাফুল হক (৪২), মো: ফরজ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও জহুরুল ইসলামের ছেলে মো: বাপ্পি (২১)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার দিবাগত রাত পৌণে তিনটার সময় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দিগলকান্দি গ্রামের ইনতাজ আলীর বাড়িতে তাস দারা জুয়া খেলছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে তারা পালানোর সময় পুলিশ তাদের আটক করেন।

এঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩/৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আটক জুয়াড়িদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত খালেকুজ্জামান গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি খালেকুজ্জামান (৫০) গ্রেফতার করেছে।
খালেকুজ্জামান সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলীর ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। সে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ২৫৫/২২ পলাতক আসামি।

সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে খালেকুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আজ শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালান মেহেরপুর পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সিআর মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন। জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের

পরোয়ানাভূক্ত ২ জন। মাদকের অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছেন। মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর সাজাপ্রাপ্ত ১, সিআর সাজাপ্রাপ্ত ১ ও সাধারণ সিআর মামলায় ১ জন। সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১ জন। এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক আইনে দায়ের হওয়া নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছে।

এদিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় থানায় ২ টি। এবং সদর ও গাংনী থানায় অন্যান্য আইনে একটি করে মোট ৪ টি মামলা এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে। এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ গ্রাম হেরোইন ও ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

আজ শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃতদের আদালতোর মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযান। ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালত কর্তৃক এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম (৪২)ওরফে রড কালামকে গ্রেফতার করেছে।

আবুল কালাম গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার শের আলীর

ছেলে।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আবুল কালামের নামে সিআর ২২৯/১৮ এবং সিআর ২৫৮/১৮ নং মামলায় এক বছরের কারাদন্ড ও ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক মাসুদ জানান, কারাদন্ড হওয়ার পর সে পলাতক ছিল। গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগামীকাল শুক্রবার (২০ আগষ্ট) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ২ জন ও সদর থানা পুলিশ সিআর মামলায় ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত এই দুটি থানার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এই গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আটক ৩

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ আসামী আটক হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম সোমবার দিবাগত রাত আজ মঙ্গলবার (১৬ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযানে চালিয়ে এসব আসামী আটক করেন।

এদিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইনে সদর থানায় ৩ টি, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় ১ টি করে মামলা রুজ্জু হয়েছে। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটকদের আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫ আগষ্টে গাংনী থানা পুলিশের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থাপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও

জাতীয় শোক দিবসে গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দীসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা সাথে ছিলেন।

পরে গাংনী থানা জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস পালিত

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীনসহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নাজমুল হুদা, আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এরপর একে একে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া দিবসটি ঘিরে দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলেচনা সভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে চুরি হওয়া ২৮টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২৮টি চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

বৃহস্পতিবার উদ্ধারকৃত এসব ফোন প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ও সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজ মুনতাসিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ধারকৃত ২৮টি ফোন

মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সাইবার ক্রাইম ইউনিটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেলসহ সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফোন বিতরণকালে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ডঃ খন্দকার মহিদ উদ্দিন, বিপিএম বার এর নির্দেশনায় ঝিনাইদহ জেলায় একটি সাইবার ক্রাইম ইউনিট গঠিত হয়।

এই ইউনিট সাইবার অপরাধ দমনে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে জুলাই মাসে চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মূল্য ছয় লাখ ত্রিশ হাজার টাকা।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ টি মামলায় পলাতক ভাবি দেবর ঢাকা থেকে গ্রেফতার

অর্থ প্রতারণার অভিযোগে মামলায় আদালতের ৪ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত ২ বছর যাবৎ পলাতক আসামি তারেক হোসেন (৩৫) ও রমিা খাতুন (২৮) কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকার রামপুরার একটি ভাড়া বাসা থেকে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন পুলিশ। গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান আতিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

তারেক হোসেন গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে ও রিমা খাতুন একই গ্রামের জহিরুল ইসলামের মেয়ে। তারা সম্পর্কে ভাবি ও দেবর হন বলে জানান এসআই আতিক।

তিনি জানান, এই দুজনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদালতে চারটি মামলা রয়েছে। এসব মামলা থেকে বাঁচতে তারা ঢাকায় প্রায় ২ বছর আগে পালিয়ে গেছেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান, এসআই আতিক।